দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 APR 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

কওমী শিক্ষায় শিক্ষিতদের স্বীকৃতি ও সনদ দিতে চায় সরকার

—আইনমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

কওমী শিক্ষায় শিক্ষিতদের স্বীকৃতি দিতে চায় সরকার। কওমী মাদরাসায় শিক্ষিত বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের যুগোপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায় সরকার। এ লক্ষ্যে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। কওমী মাদরাসা শিক্ষকদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে একথা বলেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। গতকাল (শনিবার) রাজধানীর গেন্ডারিয়া জামাল উল উলুম মাদরাসার শায়খুল হাদীস মুফতি আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আইনমন্ত্রীর ইন্দিরা রোডস্থ বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। আইনমন্ত্রীর সঙ্গে কওমী মাদরাসা শিক্ষক প্রতিনিধি দলের এক ঘন্টারও বেশী সময় বৈঠক অনুষ্ঠিত পৃঃ ১৫ কঃ ৩

কওমী শিক্ষায় শিক্ষিতদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়। বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, কওমী মাদরাসা থেকে শিক্ষিত ওলামায়ে কেরামদের স্বীকৃতি ও সনদ দেয়া হবে। যাতে তারা দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক কারিগরি শিক্ষাও অর্জন করতে পারেন। কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীরাও বিরাট জনগোষ্ঠী। তারাও এদেশের সন্তান। রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে প্রত্যেক নাগরিককে সমান অধিকার দিয়ে দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। সরকার তাই কওমী মাদরাসাকে স্বীকৃতি দিতে চাইবে। যাতে তারা কর্মক্ষেত্রে সমান যোগ্যতা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। মর্যাদাশীল পেশায় নিযুক্ত থেকে জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। 'কওমী মাদরাসা জঙ্গীদের প্রজনন কেন্দ্র'- এ মন্তব্য সম্পর্কে মাদরাসা শিক্ষকরা অভিমত জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, কওমী মাদরাসা সম্পর্কে আমার মন্তব্য সংবাদমাধ্যমে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি। এ কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে।

বৈঠক শেষে কওমী মাদরাসা শিক্ষক প্রতিনিধি দলের নেতা মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ এবং ফরিদাবাদ মাদরাসার মুফতি ইমাদুদ্দীন সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের সঙ্গে মন্ত্রীর খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। আইনমন্ত্রী আমাদের বলেছেন, কওমী মাদরাসা সম্পর্কে তার বক্তব্য নিয়ে মিডিয়ায় অপপ্রচার হয়েছে। কওমী মাদরাসা কখনও জঙ্গী জন্ম দেয় না। আইনমন্ত্রী বলেছেন, তার দাদাও একজন আলেম ছিলেন।

আমরা বলেছি, সারাদেশে ১৫ হাজারের বেশি কওমী মাদরাসা রয়েছে। এসব মাদরাসায় ২৫/৩০ লক্ষ ছেলে মেয়ে পড়াশুনা করছে। জঙ্গী দমনের নামে ঢালাওভাবে সকল কওমী মাদরাসায় যেন পুলিশি তল্লাশি না হয় সে অনুরোধ জানিয়েছি। মুফতি আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা আইনমন্ত্রীকে বলেছি, ইসলামে কোন জঙ্গীবাদ নেই। জঙ্গীবাদকে ইসলাম সমর্থন করে না। জেএমবি যখন সারাদেশে বোমা হামলা করেছিলো বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের তৎকালীন খতিবের নেতৃত্বে দেশের আলেম সমাজ এর প্রতিবাদ করেছেন। বোমা হামলার শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, আইনমন্ত্রী প্রস্তাব করেছেন কওমী মাদরাসায় দ্বীনি পুস্তকের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার কিছু পুস্তক বাধ্যতামূলক করার। পাল্টা প্রস্তাবে আমরাও বলেছি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল সাধারণ বিদ্যালয়ে এমন দ্বীনি বিষয় পাঠ্য করা যাতে অষ্টম শ্রেণী পাস একজন ছাত্র বা মুসলমান সহি-শুদ্ধরূপে কুরআন-হাদীস পাঠ ও তর্জমা করতে পারেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দ বলেন, কওমী মাদরাসার স্বীকৃতি দানে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেয়ায় তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ আমরাও স্বীকৃতি চাই। তারা বলেন, আমরা কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে কওমী মাদরাসার প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করেছি। আইনমন্ত্রী প্রস্তাবনাটি সরকারের কাছে উত্থাপন করবেন মর্মে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।

প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন বরিশাল ফজিলাতুন্নেসা মহিলা মাদরাসার মোহতামিম মাওলানা মামুনুর রশীদ খান, মুন্সিগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়া সৈয়দপুরের মোহতামিম আ ন ম সিরাজুল ইসলাম, মুন্সিগঞ্জ ওসমানিয়া আরাবিয়াতিল বানাত-এর মোহতামিম মাওলানা কাজী মোস্তাফিজুর রহমান, গেন্ডারিয়া জামালুল উলুম মাদরাসার মুহাদ্দিস মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, দারুল তিকরীওয়াল ইরশাদ-এর মুফতি মুহাম্মদ হারুন, মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান, সোনারং মাদরাসার মোহতামিম মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ, মাওলানা নোমান চৌধুরী, মুসলিম নিকাহ রেজি: বাংলাদেশ-এর সভাপতি ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার কাজী খলিলুর রহমান সরদার এবং একই সংগঠনের মহাসচিব ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার ইকবাল হোসেন।